মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

(বিংশ খণ্ড)

মূল
মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অনুবাদ
মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

ইত্তিহাদ

সূচিপত্র

লোধি বংশ

লোধিদের পরিচয় ২৭
লোধি বংশের কাহিনি ২৮

বাহলুল লোধি ৩০
হামিদ খানকে বরখাস্ত করা ৩০
বাহলুল লোধির শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩০
বাহলুলের আমির ও সহচরবৃন্দ ৩১
বাহলুল লোধির গুণাবলি ৩২
উজির হামিদ খানের বিরুদ্ধে অদ্ভুত কৌশল ৩৩

জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ ৩৬
প্রথম যুদ্ধ : দিল্লির রণক্ষেত্র ৩৬
অন্যান্য বিজয় ৩৯
দ্বিতীয় যুদ্ধ : ইটাওয়ার লড়াই ৪০
তৃতীয় যুদ্ধ : শামসাবাদের লড়াই ও মাহমুদ শারকির মৃত্যু ৪০
চতুর্থ যুদ্ধ এবং চার বছর মেয়াদি সন্ধি ৪১
পঞ্চম যুদ্ধ এবং তিন বছরের সন্ধি ৪২
ষষ্ঠ যুদ্ধ : ভাতুয়ারার লড়াই ৪২
সপ্তম যুদ্ধ : ৮৮৩ হিজরি ৪৩
অষ্টম যুদ্ধ : সানিয়ারন থেকে কালপি পর্যন্ত ৪৪

রাজপুতদের দমন এবং মালব আক্রমণ ৪৭
ধোলপুর ৪৭
ইলাহপুর ও এর আশপাশ ৪৭

গোয়ালিয়র ৪৮
নতুন নিয়োগসমূহ ৪৮
মৃত্যু ৪৮
যেমন ছিলেন বাহলুল লোধি ৫০
দোয়ার প্রতি গুরুত্ব ৫০
ব্যয়বহুল রীতিনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা ৫০
হাস্যরস ও ক্ষমাশীলতা ৫১
একনজরে বাহলুল লোধির নতুন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ৫২
সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন ৫২
বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্য ৫৩
বাহলুল লোধি কি পুরোপুরি শরিয়ত মেনে চলতেন? ৫৩
আমিরদের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ ৫৩
রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বদলে উপজাতীয় বাহিনী ৫৪
সিকান্দার লোধি ৫৫
সিকান্দার লোধির গুণাবলি ৫৬
বিদ্রোহী শাহজাদাদের সাথে যুদ্ধ ৫৭
১. আলম খান ৫৭
২. ঈসা খান লোধি ৫৭
২. বারবক শাহ ৫৮
৩. শাহজাদা আজম হুমায়ুন ৫৮
তাতার খান লোধি ৫৯
গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ ৫৯
সুলতান আশরাফ ৫৯
জৌনপুর ও বিহারের অভিযানসমূহ ৬১
জোগা রাজপুতের বিদ্রোহ ৬১
সুলতান হোসেন শাহ শারকির পক্ষ থেকে বিদ্রোহীদের সাহায্য ৬৩
বারবক শাহের গ্রেফতারি ৬৪
বিহারে হোসেন শাহ শারকির সাথে যুদ্ধ ৬৫
রায়ভেইদের সাথে লড়াই ৬৫
ধ্বংসের মুখে দিল্লি বাহিনী ৬৬

হোসেন শাহ শারকির সাথে শেষ লড়াই ৬৬
রেওয়া আক্রমণ ৬৭
সাম্ভালে চার বছর অবস্থান এবং হত্যাচেষ্টার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র ৬৮
রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ ৬৯
আগ্রা শহর নির্মাণ ৭০
ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা ৭১
গোয়ালিয়রের দ্বিতীয় অভিযান ৭১
নরওয়ার কেল্লা অবরোধ ৭২
ভাদোরিয়া রাজপুতদের সাথে যুদ্ধ : হাতকান্ত দুর্গ জয় ৭২
মালবের সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ৭৩
চান্দেরি যে কারণে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৭৫
সিওপুর কেল্লায় আক্রমণ ৭৬
সিকান্দার লোধির মৃত্যু ৭৭

শাসক হিসেবে সিকান্দার লোধি ৭৯
চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ৮১
সময়সূচি ৮১
শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ৮২
মুসলমানদের কল্যাণকামনা ৮২

নির্মাণ, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান ৮৩
ওয়াকফ ও সদকা-খয়রাত ৮৩
শরিয়তবিরোধী রীতিনীতি বন্ধ ৮৪
হিন্দুদের সাথে আচরণ ৮৪
হিন্দুদের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ ৮৫

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ৮৬
মাটিতে প্রোথিত ধন-ভান্ডার ৮৬
কাজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে ৮৬
আজ আদালত শেষ হবে না ৮৭
দুই মূল্যবান পাথর ৮৭
শরিয়তবিরোধী কিছু কাজ ৮৮

ইবরাহিম লোধি ৯০
শাহজাদা জালাল খানের সাথে সালতানাত বিভাজনের চুক্তি ৯০

দরিয়া খান লোধির আগমন এবং চুক্তি বাতিলের প্রস্তুতি ৯১
চুক্তি বাতিলের চতুর কৌশল ৯১
ইবরাহিম লোধির পুনরায় রাজ্যাভিষেক ৯১
উভয় পক্ষের রাজনৈতিক চাল এবং ইবরাহিমের কালপি আক্রমণ ৯২
জালাল খানের আগ্রা অভিযান ও আলোচনা ৯৩
জালাল খানের পরিণতি ৯৩
আমিরদের সাথে ইবরাহিম লোধির দুর্ব্যবহার ৯৪
বিখ্যাত তলোয়ারবাজ মিয়া হুসাইনের কাহিনি ৯৪
গোয়ালিয়রের রণাঙ্গন এবং আজম হুমায়ুন শেরওয়ানির গ্রেফতারি ৯৭
আজম হুমায়ুন শেরওয়ানির সাহস ও আনুগত্য ৯৭
ইসলাম খানের বিদ্রোহ ৯৯
ইসলাম খানের পরিণতি ৯৯
বিহারে দরিয়া খান লোহানির বিদ্রোহ ১০০
পাঞ্জাবে দৌলত খান লোধির বিদ্রোহ ১০০
মোগল শাহজাদা বাবরের আবির্ভাব ১০১
বাবরকে আক্রমণের আমন্ত্রণ ১০১
লোধিদের পতনের ওপর একটি পর্যালোচনা ১০২

সুলতানি আমলে উপমহাদেশের জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ১০৪

সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থা ১০৮
সুলতান ১০৮
কেন্দ্রীয় দপ্তর ও পদসমূহ ১০৮
প্রাদেশিক পদসমূহ ১১০
গ্রামের শাসনব্যবস্থা ১১১
সুলতানি আমলের ইকতা (জায়গির) ব্যবস্থা ১১৩
মুদ্রার মান এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা ১১৫

দিল্লির সুলতানদের তালিকা ১১৭
দাস বংশ ১১৭
খিলজি বংশ ১১৮
তুগলক বংশ ১১৯
সাইয়েদ বংশ ১২০
লোধি আফগান ১২১

চতুর্থ অধ্যায়
সুলতানি আমলের প্রখ্যাত উলামা-মাশাইখ

দিল্লির সুলতানদের সামসময়িক ধর্মীয় ব্যক্তিগণ ...১২৫
ইমাম হাসান সাগানি রহ. ...১৩০
খাজা গরিব নেওয়াজ মুঈনুদ্দিন চিশতি সিজযি রহ. ...১৩২
শাইখ বাহাউদ্দিন জাকারিয়া মুলতানি রহ. ...১৩৮
শাইখ সদরুদ্দিন আরিফ রহ. ...১৪০
কাজি মুহাম্মাদ বিন আতা হামিদুদ্দিন নাগোরি রহ. ...১৪১
খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার ওশি কাকি রহ. ...১৪২
বাবা ফরিদুদ্দিন গঞ্জেশকর রহ. ...১৪৬
শাইখ আলাউদ্দিন আলি আহমদ সাবের কালিয়ারি রহ. ...১৫৪
শাইখ শামসুদ্দিন তুর্ক পানিপতি রহ. ...১৫৭
সুলতানুল মাশাইখ হজরত খাজা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহ. ...১৫৯
আমির খসরু রহ. ...১৭১
    আমির খসরু রহ.-এর কবিতা ও সাহিত্য ...১৭৬
    উর্দু ভাষার ভিত্তি স্থাপনে খানকাহ-ই নিজামি এবং আমির খসরুর ভূমিকা ...১৭৭
শাইখ নাসিরুদ্দিন মাহমুদ চেরাগে দিল্লি রহ. ...১৮০
মাওলানা ফখরুদ্দিন যাররাদি রহ. ...১৮৮
বু-আলি শাহ কালান্দার পানিপতি রহ. ...১৯১
শাহ রুকনে আলম রহ. ...১৯৩
লাল শাহবাজ কালান্দার রহ. ...১৯৯
শাইখ কুতুবুদ্দিন মুনাওয়ার রহ. ...২০৩
সাইয়েদ জালালুদ্দিন সুরখ বুখারি রহ. ...২০৮
জালালুদ্দিন জাহানিয়াঁ জাহাঁ গাশত রহ. ...২১০
সদরুদ্দিন সাইয়েদ রাজন কাত্তাল রহ. ...২১৪

পঞ্চম অধ্যায়
দিল্লি সালতানাতের পতনকালে উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সালতানাতসমূহ

উপমহাদেশের বিভক্ত মুসলিম সালতানাত ২১৭
দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য ২১৮
কাশ্মীর সালতানাত ২২১
কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস ২২২
সুহাদেবের রাজত্ব ২২৩
সদরুদ্দিন রিনচেন : প্রথম মুসলিম শাসক ২২৪
উধন দেব ২২৫
কোটা রানি ২২৫
শাহ মির্জা শামসুদ্দিন (শাহ মিরি রাজবংশ) ২২৬
সুলতান জামশেদ ২২৭
সুলতান আলাউদ্দিন ২২৭
শিহাবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ২২৮
কুতুবুদ্দিন শাহ কাশ্মীরি ২২৯
সিকান্দার বিন কুতুবুদ্দিন কাশ্মীরি ২৩০
সুলতান আলি শাহ ২৩১
সুলতান জয়নুল আবেদিন ২৩৩
হায়দার খান ২৩৫
হাসান শাহ ২৩৫
শিয়া চক সর্দারদের উত্থান ২৩৭
মুহাম্মাদ শাহ ও ফাতাহ শাহ ২৩৭
শামসুদ্দিন, ইসমাইল শাহ, দ্বিতীয় ইবরাহিম শাহ ২৩৮
নাজুক শাহ ২৩৯
ইসমাইল শাহ সানি (দ্বিতীয়), হাবিব শাহ ২৪০

কাশ্মীরে শাহ মিরি সুলতানদের অবদান ২৪২
- শ্রীনগর জামে মসজিদ ২৪২
- নতুন হস্তশিল্প ২৪২

চক রাজবংশের শাসন ২৪৪

কাশ্মীরের সুলতানদের তালিকা ২৪৬
- শাহ মিরি রাজবংশ ২৪৬
- চক রাজবংশ ২৪৮

বাঙালা সালতানাত ২৫০
- বাংলার রাজনৈতিক কেন্দ্রসমূহ ২৫২
- খিলজিদের শাসন ২৫২

বাংলা : দিল্লি সালতানাতের অধীনে ২৫৩
- মালিকুশ শারক নাসিরুদ্দিন মাহমুদ ২৫৩
- খিলজিদের স্বায়ত্তশাসন : দ্বিতীয়বার ২৫৩
- বাংলা : দিল্লি সালতানাতের অধীনে দ্বিতীয়বার ২৫৩
- বাংলায় বংশানুক্রমিক শাসন : বলবনি শাহজাদাদের যুগ ২৫৫
- তুগলক সুলতানদের অধীনে বাংলা ২৫৫
- সোনারগাঁও অঞ্চল ২৫৬
- লখনৌতি অঞ্চল ২৫৬
- সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম অঞ্চল ২৫৭

বাংলার স্বায়ত্তশাসন ২৫৮

ইলিয়াস শাহি রাজবংশের শাসন ২৫৮
- হাজি ইলিয়াস শামসুদ্দিন ২৫৮
- সিকান্দার শাহ প্রথম ২৫৯
- গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ ২৫৯
- রাজা গণেশ ২৬০

নওমুসলিমদের শাসন ২৬১
- জালালুদ্দিন ২৬১
- আহমাদ শাহ ২৬২

ইলিয়াস শাহিদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ ২৬২

নাসির শাহ ২৬২
বারবক শাহ বিন নাসির ২৬৩
ইউসুফ শাহ বিন বারবক শাহ ২৬৩
ফাতাহ শাহ ২৬৩
হাবশিদের শাসনকাল ২৬৪
সুলতান শাহজাদা বারবক ২৬৪
মালিক আন্দিল, সাইফুদ্দিন ফিরোজ ২৬৪
নাসিরুদ্দিন মাহমুদ বিন ফাতাহ খান ২৬৪
মুজাফফর শাহ (বদর দিওয়ানা) ২৬৪
হোসেন শাহি রাজবংশ ২৬৫
সাইয়েদ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ২৬৫
নাসিব শাহ ২৬৬
মোগল ও আফগান সুর বংশের শাসন ২৬৭
তৃতীয়বারের মতো বাংলার স্বাধীনতা ২৬৭
মোগলদের অধীনে বাংলা ২৬৭
জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যে বাংলার সুলতানদের অবদান ২৬৮
খিলজিদের অবদান ২৬৮
ইলিয়াস শাহি সুলতানদের যুগ ২৬৮
শাহ মুহাম্মাদ সগির ২৬৯
আলাওল ২৬৯
দৌলত কাজী ২৬৯
ফারসি সাহিত্য ২৭০
বাংলার শাসকদের তালিকা ২৭১
বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ২৭৪
ইলিয়াস শাহি রাজবংশ ২৭৫
গণেশের বংশধরদের শাসনকাল ২৭৫
ইলিয়াস শাহিদের পুনরায় ক্ষমতা লাভ ২৭৬
হাবশিদের শাসনকাল ২৭৭
সাইয়েদ হোসেন শাহের বংশ ২৭৭

আফগান সুরি রাজবংশ ২৭৮
করররানি রাজবংশ (স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা) ২৭৯
শারকি সালতানাত জৌনপুর ২৭৯
জৌনপুর : জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ২৮০
মালিক সরওয়ার ২৮১
মুবারক শাহ ২৮২
ইবরাহিম শাহ শারকি ২৮২
মাহমুদ শাহ শারকি ২৮৪
মুহাম্মাদ শাহ ২৮৫
হোসেন শাহ শারকি ২৮৫
একনজরে জৌনপুর ২৮৭
জৌনপুরের শারকি সুলতানদের তালিকা ২৮৯
মালব সালতানাত ২৯১
মালবের মালভূমি : প্রকৃতি, প্রশান্তি ও স্থিতি ২৯১
মালবের ঘুরি সুলতানগণ ২৯৩
দিলওয়ার খান ২৯৩
হোশাং ২৯৫
মুহাম্মাদ গজনি খান ২৯৫
মালবের খিলজি সুলতানগণ ২৯৭
মাহমুদ খিলজি ২৯৭
গিয়াসুদ্দিন খিলজি ২৯৮
নাসিরুদ্দিন খিলজি ৩০০
দ্বিতীয় মাহমুদ ৩০০
পতনের কারণসমূহ ৩০২
মালবের সুলতানদের কীর্তি ৩০২
জাহাজ মহল ৩০২

মালব সালতানাতের শাসকদের তালিকা ৩০৪
ঘুরি বংশের শাসন ৩০৪
খিলজি বংশের শাসন ৩০৪
গুজরাট সালতানাত ৩০৬
গুজরাটের প্রকৃতি ৩০৬
মুজাফফর শাহ ৩০৭
আহমাদ শাহ ৩০৮
আহমেদাবাদ প্রতিষ্ঠা ৩০৮
মুহাম্মাদ শাহ বিন আহমাদ শাহ ৩০৯
কুতুবুদ্দিন, আহমাদ শাহ সানি ৩০৯
মাহমুদ শাহ ৩০৯
মুজাফফর শাহ হালিম ৩১৩
বাহাদুর শাহ ৩১৪
পতনকাল ৩১৫
তৃতীয় মাহমুদ শাহ ৩১৫
তৃতীয় আহমাদ শাহ ৩১৬
তৃতীয় মুজাফফর শাহ ৩১৬
শক্তিশালী আমিরদের যুগ ৩১৬
মোগলদের দখল ৩১৬
গুজরাট সালতানাত : ইসলামি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীক ৩১৮
গুজরাটের সুলতানদের তালিকা ৩২০
খানদেশ রাজ্য, বুরহানপুর ৩২৩
খানদেশের ফারুকি রাজবংশের সালতানাত ৩২৩
মালিক রাজা ৩২৪
নাসির খান ৩২৪
মিরান আদিল খান প্রথম ৩২৫
মিরান মোবারক খান প্রথম ৩২৫

মিরান আদিল খান দ্বিতীয় ৩২৬
দাউদ খান বিন মোবারক খান ৩২৬
তৃতীয় আদিল খান ৩২৬
মিরান মুহাম্মাদ শাহ ৩২৭
মিরান মোবারক শাহ দ্বিতীয় ৩২৮
মিরান মুহাম্মাদ দ্বিতীয় বিন মোবারক ৩২৮
হাসান খান ফারুকি ৩২৯
রাজা আলি খান বিন মোবারক ৩২৯
বাহাদুর খান বিন রাজা আলি খান ৩৩০
খানদেশ রাজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য ৩৩১
খানদেশ রাজ্যের শাসকদের তালিকা ৩৩৩
বাহমানি সালতানাত, দাক্ষিণাত্য ৩৩৫
দাক্ষিণাত্যের শিলা : বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব ৩৩৫
সুলতান মুহাম্মাদ তুগলকের আমলে দাক্ষিণাত্য ৩৩৬
আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ গঙ্গুয়ি ৩৩৬
রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৩৩৭
হাসান বাহমানির রাজধানী এবং রাজ্যের সীমানা ৩৩৮
আলাউদ্দিন হাসানের উত্তরসূরি ৩৩৮
মুহাম্মাদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৩৯
মুজাহিদ শাহ (আলাউদ্দিন সানি) বিন মুহাম্মাদ শাহ ৩৪০
দাউদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৪০
মাহমুদ শাহ ইবনে আলাউদ্দিন হাসান ৩৪০
গিয়াসুদ্দিন ৩৪১
শামসুদ্দিন ৩৪১
তাজুদ্দিন ফিরোজ শাহ ইবনে দাউদ শাহ ৩৪২
আহমাদ শাহ (প্রথম) বিন দাউদ শাহ ৩৪২

আলাউদ্দিন আহমাদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৩
আলাউদ্দিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৩
নিজাম শাহ বিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৪
দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ বিন হুমায়ুন শাহ ৩৪৪
দ্বিতীয় মাহমুদ শাহ বিন দ্বিতীয় মুহাম্মাদ শাহ ৩৪৬
আহমাদ শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৬
আলাউদ্দিন শাহ তৃতীয় বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৭
ওয়ালিউল্লাহ শাহ বিন মাহমুদ শাহ দ্বিতীয় ৩৪৭
কলিমুল্লাহ শাহ বিন ওয়ালিউল্লাহ শাহ ৩৪৭
একনজরে দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান-পতন ৩৪৯
স্থাপত্যে অবদান ৩৫০
জ্ঞান ও সাহিত্যের বিকাশ ৩৫১
দাক্ষিণাত্যের সমাজ-সংস্কৃতি ৩৫১
দাক্ষিণাত্যের বাহমানি শাসকদের তালিকা ৩৫৩

দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি রাজ্য

১. আদিল শাহি শাসন, বিজাপুর ৩৫৯
ইউসুফ আদিল শাহ ৩৫৯
ইসমাঈল আদিল শাহ ৩৬১
মালু আদিল শাহ ৩৬২
ইবরাহিম আদিল শাহ ৩৬৩
আলি আদিল শাহ ৩৬৪
দ্বিতীয় ইবরাহিম আদিল শাহ ৩৬৫
বিজাপুর সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক দিক ৩৬৬
সাংস্কৃতিক অবদান ৩৬৬
বিজাপুরের আদিল শাহি শাসকদের তালিকা ৩৬৭

২. নিজাম শাহি শাসন, আহমদনগর ৩৬৯
আহমাদ নিজামুল মুলক বাহরি ৩৬৯
বুরহান বিন নিজাম শাহ ৩৭০
হোসেন বিন বুরহান ৩৭২
মর্তুজা বিন হোসেন ৩৭২
মিরান হোসেন বিন মর্তুজা ৩৭৩
ইসমাইল বিন বুরহান বিন হোসেন ৩৭৩
দ্বিতীয় বুরহান নিজাম শাহ ৩৭৩
ইবরাহিম বিন বুরহান শাহ ৩৭৪
দ্বিতীয় আহমাদ শাহ ৩৭৫
বাহাদুর শাহ ৩৭৫
বিবি চাঁদ সুলতান ৩৭৫
দ্বিতীয় মর্তুজা নিজাম শাহ ৩৭৬
মালিক আম্বর হাবশি ৩৭৬
একনজরে নিজাম শাহি শাসন ৩৭৭
নিজাম শাহি সুলতানদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ৩৭৭
সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৭৭
নিজাম শাহি শাসকদের তালিকা ৩৭৯
৩. কুতুব শাহি শাসন, গোলকুন্ডা (তেলেঙ্গানা) ৩৮১
সুলতান কুলি কুতুবুল মুলক ৩৮১
জামশেদ কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
সুবহান কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
ইবরাহিম কুলি কুতুব শাহ ৩৮২
মুহাম্মাদ কুলি কুতুব শাহ ৩৮৩
কুতুব শাহি সালতানাতের স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৮৪
কুতুব শাহি বংশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ৩৮৫

সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৩৮৫
গোলকুন্ডার (তেলেঙানা) কুতুব শাহি শাসকদের তালিকা ৩৮৭
৪. ইমাদ শাহি শাসন, বেরার ৩৮৯
ফাতহুল্লাহ ইমাদুল মুলক ৩৮৯
আলাউদ্দিন ইমাদ শাহ ৩৮৯
দরিয়া ইমাদ শাহ ৩৯০
বুরহান ইমাদ শাহ ৩৯০
তুফাবিল খান ৩৯০
বেরারের ইমাদ শাহি শাসকদের তালিকা ৩৯২
৫. বারিদ শাহি শাসন, বিদার ৩৯৩
কাসিম বারিদ ৩৯৩
আমির বারিদ ৩৯৪
আলি বারিদ শাহ ৩৯৪
ইবরাহিম বারিদ ৩৯৫
দ্বিতীয় কাসিম বারিদ ৩৯৫
ইবনে কাসিম বারিদ ৩৯৫
মির্জা আলি বারিদ ৩৯৬
দ্বিতীয় আমির বারিদ ৩৯৬
একনজরে বিদার সালতানাত ৩৯৭
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদান ৩৯৮
বিদারের বারিদ শাহি শাসকদের তালিকা ৩৯৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোগল শাসনের পূর্বে উপমহাদেশের অন্যান্য জনপদে সক্রিয় প্রখ্যাত আলেম ও মাশাইখগণ

দিল্লির পতন-পরবর্তী ভারতের অন্যান্য জনপদের উলামা-মাশাইখ ৪০৩
কাশ্মীরের মাশাইখ ৪০৯

প্রথম পর্যায় : ইসলামের সূচনা এবং ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন ৪০৯
দ্বিতীয় পর্যায় : সুফিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের জয়যাত্রা ৪১১
তৃতীয় পর্যায় : স্থিতিশীলতা ও প্রভাব বিস্তারের কাল ৪১৩
শিয়াদের উত্থান, চক বংশের আধিপত্য এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সংকট ৪১৫

কাশ্মীরের কয়েকজন প্রখ্যাত উলামা-মাশাইখ ৪১৭
মাওলানা জামালুদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৪১৭
শাইখ হেলালুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দি রহ. ৪১৭
শাইখ মুহাম্মাদ বিন হাসান বাইহাকি রহ. ৪১৭
শাইখ মনসুর বিন মুহাম্মাদ কাশ্মীরি রহ. ৪১৮
শাইখ নুরুদ্দিন কাশ্মীরি নকশবন্দি রহ. ৪১৮
শাইখ দাউদ বিন হাসান কাশ্মীরি রহ. ৪১৮
মাওলানা রজিউদ্দিন কাশ্মীরি রহ. ৪১৯
মোল্লা শঙ্গরফ কিনায়ি রহ. ৪১৯
সুলতানুল আরেফিন শাইখ হামজা মাখদুম রহ. ৪২০
শাইখ ইয়াকুব সাইরাফি কাশ্মীরি রহ. ৪২০
বাবা দাউদ খাকি রহ. ৪২২

বিহার ও বাংলার উলামা-মাশাইখ ৪২৪
শাইখ জালাল তাবরিজি রহ. ৪২৪
মাওলানা শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা রহ. ৪২৪
শাইখ শরফুদ্দিন আহমাদ ইয়াহইয়া মানেরি রহ. ৪২৫
শাইখ সিরাজুদ্দিন উসমান আউধি রহ. ৪২৮
শাইখ আলাউল হক পান্ডবি রহ. ৪২৯
হজরত নুরুল হক কুতুবে আলম রহ. ৪৩০
শাইখ নুর কুতুবে আলম রহ.-এর সন্তানগণ ৪৩৬
শাইখ নুর কুতুবে আলম রহ.-এর খলিফাগণ ৪৩৬

পূর্ব বাংলার গাজি সুফি-সাধকগণ ৪৩৮
হজরত শাহজালাল সিলেটি রহ. ৪৩৮
শাইখ সফিউদ্দিন রহ. ৪৪০
পীর রাহি রহ. ৪৪০
জফর খান শহিদ রহ. ৪৪০

বাবা আদম শহিদ রহ. ৪৪১
শাহ ইসমাইল গাজি রহ. ৪৪২

জৌনপুরের বিখ্যাত মনীষীগণ ৪৪৩
সাইয়েদ আশরাফ জাহাঙ্গির সেমনানি রহ. ৪৪৩
কাজি শিহাবুদ্দিন দৌলতাবাদি রহ. ৪৪৪
মাখদুম খাজা আবুল ফাতাহ সোনব্রিস রহ. ৪৪৫
খাজা ঈসা তাজুদ্দিন জৌনপুরি চিশতি রহ. ৪৪৬
মোল্লা খাজা উসমান সালেহ রহ. ৪৪৬
কাজি নিজামুদ্দিন গিলানি রহ. ৪৪৭
শাইখ ওয়াজিহুদ্দিন আশরাফ ওরফে শাইখ ফরিদ রহ. ৪৪৭
মাখদুম রুকনুদ্দিন সোহরাওয়ার্দি রহ. ৪৪৭
মাখদুম শাইখ মুহাম্মাদ রহ. ৪৪৮
খাজা হামজা চিশতি রহ. ৪৪৯

মালবের বিখ্যাত মনীষীগণ ৪৫০
শাইখ কামালুদ্দিন মালবি রহ. ৪৫১
শাইখ সালামুল্লাহ মান্ডুবি রহ. ৪৫১
শাইখ ফাজেল হাকিম শিহাবুদ্দিন কিরমানি ৪৫১
শাইখ আবদুল্লাহ শাত্তারি রহ. ৪৫২
শাইখ আহমাদ বিন নেয়ামতুল্লাহ চন্দেরিভি রহ. ৪৫২
শাইখ আল্লাহদাদ বিন হামিদ মান্ডুভি ৪৫৩
শাইখ বুরহানুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৫৩
শাইখ মিয়া নাজু গুজরাটি রহ. ৪৫৩

গুজরাটের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ৪৫৪
রায়হান বাওয়া রহ. ৪৫৪
কারামিতিদের তৎপরতা ৪৫৫
শাইখ উসমান বিন দাউদ ওরফে হুসামুদ্দিন মুলতানি রহ. ৪৫৬
কাজি আবদুল মুকতাদির শুরাইহি কিন্দি রহ. ৪৫৮
সাইয়েদ হুসাইন খিংগ সাওয়ার রহ. ও অন্যান্য মাশাইখ ৪৫৯
শাইখ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ খাত্তু গঞ্জবখশ রহ. ৪৫৯
কুতুবে আলম সাইয়েদ বুরহানুদ্দিন রহ. ৪৬২
শাইখ আবদুল লতিফ গুজরাটি রহ. ৪৬৪

মেমন : ইসলামের নতুন প্রচারক ৪৬৪

গুজরাটের প্রখ্যাত আলেম, ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণ ৪৬৬

শাইখ কামালুদ্দিন রহ. ৪৬৬

শাইখ রাজিউদ্দিন উসমান গঞ্জে ইলম রহ. ৪৬৬

মাওলানা ইয়াকুব পাটনি রহ. ৪৬৬

কাজি ইসমাইল ইসফাহানি রহ. ৪৬৬

শেখ উসমান হুসাইনি গুজরাটি রহ. ৪৬৭

কাজি ইমাদুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭

শাইখ গাউসুদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭

শাইখ বাহাউদ্দিন গুজরাটি রহ. ৪৬৭

কাজি সদরুদ্দিন লাহোরি রহ. ৪৬৭

সাইয়েদ শাইখ আবদুল্লাহ হাজরামি আহমেদাবাদি রহ. ৪৬৮

শাইখ আবদুল মালিক গুজরাটি রহ. ৪৬৮

শাইখ মুহাম্মাদ বিন তাহের পাটনি রহ. ৪৬৮

দক্ষিণ ভারত ও দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ৪৭১

উপকূলীয় অঞ্চলের মুজাহিদ বুজুর্গগণ ৪৭২

সাইয়েদ নাথার ওয়ালি রহ. ৪৭২

সাইয়েদ ইবরাহিম শহিদ রহ. ৪৭২

বাবা ফখরুদ্দিন রহ. ৪৭৩

সাইয়েদ আব্দুল কাদির অলি নাগোরি রহ. ৪৭৩

খাজা আলাউদ্দিন হুসাইনি চিশতি রহ. ৪৭৪

দাক্ষিণাত্যের মুজাহিদ আওলিয়াগণ ৪৭৪

হাজি রুমি রহ. ৪৭৪

সুফি সরমস্ত রহ. ৪৭৪

সাইয়েদ হুসামুদ্দিন তেগ বরহনা রহ. ৪৭৫

বাবা শরফুদ্দিন রহ. ও বাবা শিহাবুদ্দিন রহ. ৪৭৫

পীর যমুনা বিজাপুরি ৪৭৬

আলি শহিদ ৪৭৬

পীর মাবারি রহ. ৪৭৬

অন্যান্য মাশাইখ ৪৭৭

দক্ষিণাত্যের পরবর্তী যুগের প্রথিতযশা মাশাইখ ৪৭৭
শাইখ মুনতাখাবুদ্দিন হানসবি রহ. ৪৭৮
শাইখ বুরহানুদ্দিন গরিব রহ. ৪৭৮
শাইখ আইনুদ্দিন বিজাপুরি রহ. ৪৭৯
সাইয়েদ মুহাম্মাদ হুসাইনি বান্দা নেওয়াজ গেসুদরাজ রহ. ৪৮০
মাওলানা শামসুদ্দিন খোরাসানি ধারাশুনি রহ. ৪৮২
কাজি ইবরাহিম বিন ফাতহুল্লাহ মুলতানি রহ. ৪৮২
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরি এবং মাহদবিয়া সম্প্রদায় ৪৮৪
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরির আবির্ভাব ৪৮৭
মাহদি হওয়ার দাবি এবং তার কর্মপদ্ধতি ৪৮৯
এই আন্দোলনের প্রভাব ৪৯১
সাইয়েদ মুহাম্মাদ জৌনপুরির উত্তরসূরিগণ ৪৯৫
ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা : মৃত্যুর ধ্যান : খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব রহ. ৪৯৬
মাটির নিচে আমরা তো একাই থাকব : আকবর এলাহাবাদি মরহুম ৫১৪

লোধি বংশ

৮৫৫-৯৩২ হিজরি
১৪৫১-১৫২৬ খ্রিষ্টাব্দ

শাসনকাল
চান্দ্রবর্ষ হিসাবে : ৭৭ বছর
সৌরবর্ষ হিসাবে : ৭৫ বছর

লোধিদের পরিচয়

বহু আগে থেকে লোকজন আফগানিস্তান থেকে হিজরত করে হিন্দুস্তানে বসতি স্থাপন করে আসছে। এই ধারাটি মূলত গোলাম বংশের শাসনামল এবং তাতারিদের আক্রমণের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদের শাসনামলে আফগান থেকে হিজরতকারীদের আগমন এবং তাদের সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। যখন ৬৫৮ হিজরিতে বলবন সগির (ভবিষ্যতের গিয়াসুদ্দিন বলবন) মেওয়াত অভিযানে বের হয়েছিলেন, তখন তিন হাজার আফগান যোদ্ধা তার সঙ্গী ছিল।

বলবন দিল্লি, দোয়াব এবং অযোধ্যার মহাসড়কগুলোতে যেসব নিরাপত্তা চৌকি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোতে তিনি অধিকহারে আফগানদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। কারণ, তার ধারণা ছিল, ওই অঞ্চলের বিদ্রোহী ও দস্যুদেরকে এরাই শক্ত হাতে দমন করতে পারবে।

আলাউদ্দিন খিলজির অফিসারদের মধ্যেও কিছু আফগান বেশ সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে মুহাম্মাদ তুগলকের শাসনামলে শত সেনাধিনায়ক আমিরের ব্যবস্থায় আফগান অফিসারদের সংখ্যা কেবল উল্লেখযোগ্যই ছিল না; বরং এই ব্যবস্থায় তাদেরই প্রাধান্য ছিল। তাদের মধ্যে কাজি জালাল আফগান এবং মালিক ইসমাইল আফগান ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগণ্য। নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যই ছিল তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই কারণেই যখন শতাধিক সেনাধিনায়ক আমির দাক্ষিণাত্যে মুহাম্মাদ তুগলকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন সুলতান শত চেষ্টা করেও তাদের দমন করতে পারেননি।[১]

পরবর্তী শতাব্দীতে যখন ফিরোজ শাহ তুগলক পদ-পদবিসমূহকে বংশানুক্রমিক করে দেন, তখন আফগান আমির ও কর্মকর্তাদের ভিত্তি আরও মজবুত হয়ে যায়। তুগলক বংশের শেষ সময়ে দোয়াব অঞ্চলেও আরও অনেক আফগান অফিসার নিয়োগ করা হয়। একইভাবে মুলতানের শাসকরাও বিপুল সংখ্যায় পেশাদার আফগান সৈন্যদের

---

১ তাবাকাতে নাসিরি : ৩১৫; তারিখে ফিরোজ শাহি, বারনি : ৫৬, ৫৪০

নিয়োগ দিতে শুরু করেন। এ যুগেই আমরা দৌলত খান লোধি এবং আসাদ খান লোধির মতো ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখি। দৌলত খান লোধি দিল্লির সিপাহসালার ছিলেন, অন্যদিকে আসাদ খান সাম্ভালের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাইয়েদ বংশের শাসনামলে আফগান কর্মকর্তাদের আরও পদোন্নতি হয়। তারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হন। এই সময়েই লোধি বংশের আফগানরা শক্তিশালী হয়ে প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেন।[২]

লোধি বংশের কাহিনি

ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে, লোধিরা ছিল মূলত একটি ব্যবসায়ী পাঠান গোত্র। তারা উত্তর হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। পাঠানদের উল্লেখযোগ্য এক সর্দার হলেন মালিক বাহরাম লোধি, যিনি ফিরোজ শাহ তুগলকের সময়ে মুলতানে এসেছিলেন। এরপর সেখানকার সুবাদার মর্দান দৌলতের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

মালিক বাহরাম লোধির পাঁচ পুত্র ছিল। তারা হলো—মালিক সুলতান শাহ, মালিক কালা, মালিক ফিরোজ, মালিক মুহাম্মাদ ও মালিক খাজা। তারাও বিভিন্ন সরকারি পদে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। যখন মুলতানের শাসনভার খিজির খানের হাতে আসে, তখন এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সুলতান শাহ খিজির খানের অধীনে চাকরির সুযোগ পান।

যখন ইকবাল খান মল্লু দিল্লি থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে মুলতান দখলের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন, তখন খিজির খানের যে দলটি তাকে হত্যা করেছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন এই সুলতান শাহ। খিজির খান এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ‘ইসলাম খান’ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে সেরহিন্দ-এর শাসক নিযুক্ত করেন। এভাবেই তিনি ইসলাম খান লোধি নামে পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলাম খান তার ভাই মালিক কালাকে ‘দোরালা’ অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন। সেই সময় তার স্ত্রী—যিনি তার চাচাতো বোন গর্ভবতী ছিলেন। তার প্রসবের সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। এরইমধ্যে হঠাৎ বাড়ির ছাদ ধসে পড়ে। এতে তার স্ত্রী মারাত্মকভাবে আহত হন। এমনকি তার বাঁচার আশা হারিয়ে যায়। তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পেট থেকে শিশুকে জীবিত বের করে আনা হয়। তার নাম রাখা হয়েছিল ‘মল্লু’।

---

২ জামে তারিখে হিন্দ : ১/৯৪০-৯৪২

কিছুকাল পর মালিক কালা 'নিয়াজি পাঠানদের' সাথে এক লড়াইয়ে নিহত হন। এভাবেই শিশুটি নিজ মা-বাবার ছায়া হারিয়ে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে চাচা ইসলাম খান লোধি তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিশুটি বড় হয়ে অত্যন্ত যোগ্য ও প্রতিভাবান হয়ে ওঠে। ইসলাম খান তাকে কঠোর প্রশিক্ষণ দিয়ে একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলেন। তার সেবা ও আনুগত্যে তিনি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, নিজ মেয়েকেও তার সাথে বিয়ে দেন।

সাইয়েদ বংশের তৃতীয় শাসক মুহাম্মাদ শাহের শাসনামলে ইসলাম খান লোধির মৃত্যু হয়। যদিও ইসলাম খানের নিজের যুবক পুত্র ছিল; কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে বাহলুলকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে যান। সেই ভিত্তিতে বাহলুল সেরহিন্দের সুবাদার হন। একসময় তার শক্তি ও প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, প্রায় দশ-বারো হাজার আফগান তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। যাদেরকে তিনি নিজ কোষাগার থেকে বেতন দিতেন।[৩]

এরই মাঝে দিল্লির সম্রাট এবং বাহলুল লোধির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে; কিন্তু খুব শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়। যখন মালবের শাসক মাহমুদ খিলজি দিল্লি আক্রমণ করেন, তখন বাহলুল লোধি দিল্লি এসে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। এই অসামান্য অবদানের কারণে দিল্লির সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে 'খান-ই-খানান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[৪]

---

৩ মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ : ১/২১১; তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৫৭২, ৫৭৩; মনে রাখা প্রয়োজন, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় থেকে সুবাদার এবং বড় বড় পদগুলো বংশানুক্রমিক হয়ে গিয়েছিল। তাই সুবাদার বা অন্যান্য পদাধিকারীরাও বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তান বা নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন।

৪ তারিখে ফিরিশতা, ফারসি : ১/৫৬৭

বাহলুল লোধি

৮৫৫-৮৯৪ হিজরি—১৪৫১-১৪৮৯ খ্রিষ্টাব্দ

দিল্লির সুলতান মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরি আলাউদ্দিনের শাসনামলে সাইয়েদ বংশের শাসন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন দিল্লির প্রভাবশালী আমির হামিদ খান বাহলুল লোধিকে রাজসিংহাসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ৮৫৫ হিজরিতে (১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দ) বাহলুল লোধি দিল্লিতে আসেন এবং তার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[৫]

হামিদ খানকে বরখাস্ত করা

বাহলুল লোধি ক্ষমতা গ্রহণের কিছুকাল পরেই হামিদ খানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে নড়েচড়ে বসেন। তিনি তাকে নিজ ক্ষমতার জন্য বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই তাকে বরখাস্ত করে দেন। তবে লোধি তাকে শারীরিকভাবে কোনো কষ্ট দেননি। বরখাস্তের সময় তাকে বলেছেন, 'আপনার জন্য সমীচীন হলো, আপনি এখন নির্জনে-নিভৃতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হবেন।'[৬]

বাহলুল লোধির শাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সেসময় দিল্লির শাসনব্যবস্থা দুর্বলতার তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল এবং এর সীমানা অনেক সংকুচিত হয়ে এসেছিল। বাহলুল লোধি শাসনভার গ্রহণ করে সেই বিদ্রোহী আমিরদের দমন করেন—যারা ইতিপূর্বে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি একে একে মেওয়াত, জৌনপুর ও গোয়ালিয়রের মতো প্রদেশগুলোকে জয় করে পুনরায় দিল্লি সালতানাতের অধীনে নিয়ে আসেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি একটি মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং একে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহেরও

---

৫ তারিখে ফিরিশতা : ১/৫৭১

৬ তারিখে ফিরিশতা : ১/৫৭৮-৫৭৯

জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ

বাহলুল যখন দিল্লির সিংহাসন সামলে নেন, তখন তার সামনে এমন কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলোর মোকাবিলা করা সহজ ছিল না। তার আশপাশে কয়েকটি শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল। দক্ষিণে মালব এবং পূর্বে জৌনপুর রাজ্য ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। দিল্লির প্রাক্তন সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ তখনো বাদায়ুনে অবস্থান করছিলেন। যদিও তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন, তবু বাহলুল তার পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা করতেন। বিশেষ করে এই কারণে যে, জৌনপুরের সুলতান ছিলেন আলম শাহের জামাতা, যিনি নিজের এই সম্পর্কের সুবাদে দিল্লির সিংহাসনের ওপর নিজেকে বেশি হকদার মনে করতেন। এ কারণেই সুলতান বাহলুল লোধির দীর্ঘ শাসনকালের একটি বড় অংশ দিল্লি সালতানাত রক্ষা করতে, বিশেষত জৌনপুর সালতানাতের সাথে যুদ্ধ করতেই কেটে গেছে। সেই যুদ্ধগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

প্রথম যুদ্ধ : দিল্লির রণক্ষেত্র

সিংহাসনে আরোহণের কিছুকাল পর বাহলুল লোধি পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য দেপালপুর ও মুলতান সফরে যান। অন্যদিকে জৌনপুর রাজ্যের শাসক মাহমুদ শাহ শারকির স্ত্রী, যিনি দিল্লির প্রাক্তন সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের কন্যা ছিলেন, স্বামীকে প্ররোচিত করে বলেন, 'দিল্লি আমার বাবার মালিকানাভুক্ত; সেখানে এই বাহলুল শাসন করার কে? যদি আপনি বাহলুলের সাথে যুদ্ধ না করেন, তবে আমি নিজে ধনুক ও তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামব।'

তিরস্কারমূলক এই কথা শুনে মাহমুদ শারকি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি দিল্লির ওপর আক্রমণ করার জন্য কোমর বেঁধে নামলেন। এই সময়ে দিল্লির পূর্ববর্তী রাজবংশের কিছু অনুসারী, যারা নতুন সুলতানকে পছন্দ করত না, তারা বাহলুলের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মাহমুদ শারকিকে দিল্লি দখলের আমন্ত্রণ জানায়। তাই

মাহমুদ শারকি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। তার ইচ্ছে ছিল, এক আঘাতেই দিল্লি দখল করে নেওয়া।[১৩]

সুলতান বাহলুল লোধি এই সংবাদ পেয়ে মাহমুদ শারকির কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি যুদ্ধ চান না; আলোচনার মাধ্যমে কোনো সমাধান চান; কিন্তু মাহমুদ শারকি নিজের বিজয় সুনিশ্চিত দেখে সন্ধির প্রস্তাব মানলেন না। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে দিল্লি অবরোধ করলেন। যদিও শহরের প্রাচীর অনেক উঁচু ছিল, যার ফলে ভেতরে প্রবেশ করা সহজ ছিল না, তবে শহরের ভেতরে প্রহরীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। সুলতান বাহলুল লোধি কবে ফিরবেন সেটারও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। অবশেষে শহরবাসীরা সৈয়দ শামসুদ্দিন নামক এক কর্মকর্তাকে সন্ধির আলোচনার জন্য পাঠান।

মাহমুদ শারকি শর্ত দিলেন, শহরের চাবি তার হাতে তুলে দিতে হবে। এর বিনিময়ে আফগান আমিরদের এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে নিরাপদে বের হয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

মাহমুদ শারকির সেনাবাহিনীতে সাম্ভালের শাসক দরিয়া খান লোধিও একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে সৈয়দ শামসুদ্দিন তার সাথে নির্জনে দেখা করেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'মাহমুদ শারকির সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' তিনি বলেন, 'কোনো সম্পর্ক নেই, আমি কেবল তার একজন কর্মচারী।'

জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাহলুল লোধির সাথে আপনার সম্পর্ক কী?' উত্তর এলো, 'আমরা ভাই। তিনিও লোধি, আমিও লোধি।'

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'বাহলুলের মা ও বোনেরা আপনার কী হয়?' দরিয়া খান বললেন, 'তারা আমার মা ও বোনদের মতোই।' শামসুদ্দিন তখন শহরের চাবি তার সামনে রেখে বললেন, 'এই নিন চাবি, আপনার মা ও বোনদের অপমানিত করুন।' দরিয়া খান তখন লজ্জায় অধোবদন হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, 'সুলতান বাহলুল এখানে থাকলে আলাদা কথা ছিল। ঠিক আছে, তবুও আমি একটি ব্যবস্থা করছি।'

এই বলে তিনি মাহমুদ শারকির কাছে গিয়ে বললেন, 'শামসুদ্দিন শহরের চাবি দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমি তা নিইনি, কারণ—শোনা যাচ্ছে যে বাহলুল লোধি একটি

---

[১৩] তারিখে দাউদির লেখকের মতে, এই সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ সত্তর হাজার। আর হাতি ছিল চৌদ্দশো। তবে এই বর্ণনা অনেকটা অতিরঞ্জিত মনে হয়।

গুজরাট সালতানাত

৭৯৩-৯৯১ হিজরি—১৩৯১-১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দ

গুজরাট ভারত মহাসাগরের (আরব সাগর) উপকূলে অবস্থিত। ফলে বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই তা এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পঞ্চম হিজরি শতকের শুরুতে সুলতান মাহমুদ গজনভি এখানকার সোমনাথে আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তখন এটি ইসলামি সালতানাতের স্থায়ী অংশে পরিণত হতে পারেনি। সপ্তম হিজরি শতকের একদম শেষ দিকে আলাউদ্দিন খিলজি আনহিলওয়ারার হিন্দু শাসকদের পরাজিত করে গুজরাটকে দিল্লি সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করেন।

গুজরাটের প্রকৃতি

মালব যদি একটি উঁচু ও সুদৃঢ় মালভূমি হয় আর জৌনপুর হয় এক উর্বর সমতল ভূমি, তবে গুজরাট সালতানাত হলো বিশালতায় সমুদ্রের মতো আর বিস্তৃতিতে উপকূলীয় বাতাসের মতো। এই সালতানাতের গৌরব ছিল এর দীর্ঘ উপকূলরেখা, গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সামুদ্রিক পথ। গুজরাট ভূখণ্ডের বাণিজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল এর সেই উপকূলীয় অঞ্চল, যা আরব সাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

এখানকার বাতাসে লবনের গন্ধ মিশে আছে। এর বালুকণায় শত শত বছরের সামুদ্রিক ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন লেপ্টে রয়েছে। খাম্বাত, সুরাট প্রভৃতি বন্দর ছিল এই সালতানাতের প্রাণভোমরা, যেখান থেকে জাহাজগুলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরদূরান্তের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্য কেবল সম্পদই বয়ে আনত না; সাথে আনত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সংস্কৃতি এবং কারিগরি দক্ষতা।

গুজরাটের ভূ-প্রকৃতি সব জায়গায় একরকম ছিল না। উপকূলের কাছাকাছি ছিল উর্বর জমি, যেখানে একদিকে খেতখামার ও সমৃদ্ধ শহর গড়ে উঠেছিল; অন্যদিকে উপ-দ্বীপাঞ্চল 'সৌরাষ্ট্র' ও 'কচ্ছ' ছিল শুষ্ক ও আধা-মরু এলাকা। এই ভূখণ্ডটি একই সাথে ছিল সবুজের সমারোহ এবং শুষ্কতার এক অপূর্ব মিশ্রণের প্রতিচ্ছবি।

এটা ছিল সেই গুজরাট, যাকে জাফর খান (মালিক মুজাফফর শাহ) একটি স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রে উন্নীত করেন।

মুজাফফর শাহ

৭৯৩-৮১৩ হিজরি—১৩৯১-১৪১০ খ্রিষ্টাব্দ

জাফর খানই প্রথম শাসক, যিনি গুজরাটকে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, পরহেজগার, সাহসী এবং একনিষ্ঠ মুজাহিদ। তিনি রাজপুত পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তিনি তুগলক আমলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি কখনো গুজরাটে অবস্থান করতেন, কখনো দিল্লিতে। তার যোগ্যতায় সন্তুষ্ট হয়ে ৭৯৩ হিজরিতে (১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক তাকে গুজরাটের সুবাদার (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যুর পর দিল্লি সালতানাত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়, তখন ৭৯৯ হিজরিতে জাফর খান গুজরাটের আধা-স্বাধীন শাসক হিসেবে আবির্ভূত হন; যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি তখনও দিল্লি সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে তার শাসনের পরিধি পাহাড় ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি সীমিত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সুরাট বন্দরটি ছিল এর প্রধান উপকূলীয় এলাকা। এই অঞ্চলটি তিন দিক থেকে রাজপুত রাজা এবং অসভ্য ভিল উপজাতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। জাফর খান তার শাসনামলে বহু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ইদর ও দিউ জয় করেন এবং জালোরেও আক্রমণ চালান। সুবাদার হিসেবে তিনি দীর্ঘ সতেরো বছর অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।

তৈমুর লঙের আক্রমণের পর যখন দিল্লি সালতানাত আরও ভেঙে পড়ল, তখন জাফর খান ৮১০ হিজরিতে (১৪০৭ খ্রিষ্টাব্দ) 'মুজাফফর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে গুজরাটের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এরপর তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। ৮১০ হিজরিতে তিনি মালব আক্রমণ করেন এবং কিছুকাল সেখানে অবস্থান করেন। ৮১৩ হিজরিতে বিষপ্রয়োগের ফলে তার মৃত্যু হয়। তার পরবর্তী বংশধরগণ প্রায় দুইশ বছর পর্যন্ত এই অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।

একনজরে দাক্ষিণাত্য সালতানাতের উত্থান-পতন

দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যটি দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সামুদ্রিক পথের সহজলভ্যতার কারণে উসমানীয় তুর্কিদের সাথে সহজেই তাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এভাবে তারা রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের যুগে দাক্ষিণাত্য ও উসমানীয় সালতানাতের মধ্যে সম্পর্ক উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিল। এই কারণে শুধুমাত্র তুর্কি আমিরদের দাক্ষিণাত্যে যাতায়াতই বাড়েনি; বরং তারা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন। সাথে সাথে দাক্ষিণাত্য রাজ্য পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাজ্যগুলোকেও একের পর এক জয় করতে থাকে।

এই বিজয়গুলো বাহমানি সালতানাতকে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক খ্যাতি এনে দেয়। দাক্ষিণাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানকার স্থাপত্যকলা নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে তোলে। এই সালতানাত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রশাসনিক দক্ষতার মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সরকারি কাঠামো তৈরি করেছিল। যার বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপনার জন্য আরবি, তুর্কি, ফারসি এবং অন্যান্য জাতির আলেম ও গুণীজনরা রাজদরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন।

তবে সরকারি দপ্তরগুলোতে এই বিদেশি কর্মকর্তাদের আধিক্য পরবর্তী সময়ে স্থানীয় আমিরদের মনে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই সংকট দাক্ষিণাত্যের জন্য প্রশাসনিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার রেখাগুলো আরও গভীর হতে থাকে। এর আগে দাক্ষিণাত্য সালতানাত অত্যন্ত বিশাল হওয়ায় প্রশাসনিক সুবিধার জন্য একে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। যখন কেন্দ্রীয় ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ল, তখন প্রাদেশিক গভর্নররা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শুরু করেন। দ্বিতীয় আলাউদ্দিন শাহর আমল থেকেই বাহমানি সালতানাত দুর্বল ও খণ্ডিত হতে শুরু করেছিল। প্রদেশগুলো আলাদা হয়ে যাওয়ায় বাহমানি রাজবংশ প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

এভাবে দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান ঘটে। সালতানাতটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যাদের শাসকরা ছিলেন বাহমানি রাজ্যেরই প্রাক্তন আমির।

স্থাপত্যে অবদান

বাহমানি সালতানাত দাক্ষিণাত্যে প্রায় দুই শতাব্দী (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দ) শাসন করেছিল। সুলতানগণ স্থাপত্য শিল্পে অনেক চমৎকার নিদর্শন রেখে গেছেন। তাদের ইমারতগুলোতে ফারসি, তুর্কি এবং হিন্দুস্তানি স্থাপত্যরীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই বংশের প্রথম শাসক আলাউদ্দিন বাহমান শাহ ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) গুলবার্গাকে তার রাজধানী বানান এবং সেখানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটি তার মজবুত প্রাচীর, বিশাল প্রবেশদ্বার এবং বুরুজগুলোর জন্য বিখ্যাত ছিল।

বাহমানি সুলতানদের নির্মিত গুলবার্গার জামে মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন, যা ৭৪৮ হিজরিতে (১৩৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) সুলতান মুহাম্মাদ শাহ প্রথম নির্মাণ করেছিলেন। এতে নামাজের কেন্দ্রীয় আঙিনাটি উন্মুক্ত নয়; বরং সম্পূর্ণ ছাদ দিয়ে ঢাকা। এর বিশাল গম্বুজ এবং মেহরাবগুলো ইসলামি স্থাপত্য শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন।

গুলবার্গায় বাহমানি সুলতানদের বেশকিছু সমাধি রয়েছে। যার মধ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ বাহমানির মাকবারাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমাধিগুলো তাদের সুউচ্চ গম্বুজ এবং পাথরের কারুকাজ করা সুন্দর জালির জন্য বিখ্যাত।

বিদার দুর্গও একটি অত্যন্ত দর্শনীয় স্থাপনা। যখন বাহমানি রাজধানী গুলবার্গা থেকে বিদারে স্থানান্তরিত হয়, তখন সেখানে এক নতুন ও শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করা হয়। তাতে রাজপ্রাসাদ, মসজিদ ও অন্যান্য ভবন অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুর্গের ভেতরের জামে মসজিদটি তার সরলতা অথচ সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিত। এতে পারস্য এবং স্থানীয় নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহের বিখ্যাত উজির মাহমুদ গাওয়ান ১৪৭২ খ্রিষ্টাব্দে বিদারে একটি বিশাল মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন। এই মাদরাসাটি তার সুউচ্চ ও বিশাল ভবন, সুন্দর টাইলস এবং পারস্য স্থাপত্যরীতির জন্য সুপরিচিত ছিল। সেই যুগে এটি ছিল ইসলামি জ্ঞানচর্চার এক মহান কেন্দ্র।